খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ১৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফে করীমে বলেন, **'ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু! ইসতাজিবু লিল্লাহি ওয়া লির্ রাসূলি, ইযা দাআকুম লেমা ইউহ্য়িকুম'** অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তাঁরা তোমাদেরকে ডাকেন, যেন তোমাদেরকে জীবিত করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রাসূলদের প্রাণ সঞ্চারের জন্য প্রেরণ করে থাকেন। মু'মিনদের সম্পর্কে বলেন যে, তাদের মৃত্যুকে জীবনে পরিবর্তনের জন্য প্রেরণ করে থাকেন, যেভাবে কুরআনের এই শব্দগুলো থেকে প্রতিভাত হয়। এই জীবন হল সত্যিকার অর্থে আধ্যাত্মিক জীবন। বাহ্যিক বা দৈহিক মৃত্যু থেকে জীবন দেয়ার কথা বলা হচ্ছে না, এখানে সত্যেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, মু'মিনদের সব সময় নবীর ডাকে সাড়া দিয়ে স্বীয় সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিধান এবং ব্যবস্থা করেছেন। এক পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ শরিয়ত কুরআন রূপে নাযেল করেছেন। আর কুরাআনী অনুশাষণ মেনে চলার কামেল নমুনা এবং আদর্শ বানিয়েছেন **'হযরত মুহাম্মদ (সা.)'** কে। তিনি (সা.)-এর পাশে যারা বসবাস করতেন, তাঁরা তা অনুভব করেছেন, অনুধাবন করেছেন, যে তাঁর যত বেশি কাছে ছিলেন তিনি তত বেশি বা তাঁর উপর তিনি (সা.)-এর ব্যবহারিক আদর্শের সৌন্দর্য্য তত বেশি স্পষ্ট হতো। তাঁর স্ত্রীরা তিনি (সা.)-এর এই উত্তম আদর্শের সবচেয়ে বড় সাক্ষী হতে পারতেন এবং ছিলেন। এ কারণেই কোন প্রশ্নকারী যখন হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) কে প্রশ্ন করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ কেমন ছিল? বা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, তখন উত্তরে হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, **'কানা খুলুকুহুল কুরআন'**, তাঁর জীবনাদর্শ ছিল পবিত্র কুরআন। যাকিছু কুরআনে আছে মুহাম্মদ (সা.) তার ব্যবহারিক বা এর ব্যবহারিক চিত্র ছিলেন। তাই নবীদের সত্তা পৃথিবীতে আদর্শ হয়ে থাকে। প্রশ্নই উঠে না যে, তাঁদের পবিত্র সত্তা বা তাঁদের আদর্শ কারো জন্য স্খলনের কারণ হতে পারে। এই আয়াতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে এক সাথে রেখে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন

যে, আল্লাহ্ যা বলেন তাঁর রাসূলও তাই বলেন এবং তাই করেন। তাই যদি আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধানী হয়ে থাকো তাহলে চোখ বন্ধ করে রাসূলের অনুসরণ কর, তাঁর অনুকরণ কর, তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল এবং হযরত রাসূলে করীম (সা.) সম্পর্কে তো আল্লাহ্ তা'লা একথাও বলেছেন যে, যদি খোদার ভালোবাসা চাও তাহলে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ এবং আনুগত্য আবশ্যক। আর খোদার ভালোবাসাই সেই বিষয় যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হয়ে থাকে। তাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য রাসূলে করীম (সা.)-এর ডাকে সাড়া দেয়া আবশ্যক। আর যতদিন মুসলমান হওয়ার দাবিদার, সত্যিকার অর্থে সেকথা মানবে না যা আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মুখের ভাষায় ঘোষণা করিয়েছেন যে, **'ফাত্তাবিয়ূনী ইউহ্বিবকুমুল্লাহ্'** আমার আনুগত্য কর আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ভালোবাসবেন। ততদিন মুসলমান হওয়ার দাবিদার সত্যিকার অনুসারী বা মু'মিন আখ্যায়িত হতে পারে না। তিনি (সা.)-এর অনুসরণের জন্য তাঁর উত্তম আদর্শের লিখিত যে বিবরণ, যেভাবে হযরত আয়শা বলেছেন, কুরআনের আকারে আমাদের সামনে রয়েছে। এ কুরআনই বলে যে, কোন জাতির শত্রুতাও যেন তোমাদের অন্যায়ে প্ররোচিত বা প্রবৃত্ত না করে। কুরআনই বলে যে, বিনা কারণে কারো রক্ত ঝরাবে না। কুরআনই বলে যে, সৃষ্টির অধিকার প্রদান কর। এই কুরআনই বলে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) **'রহমাতুল্লিল আলামীন'** অর্থাৎ সারা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ। তিনি রং, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য রহমত ছিলেন, আশীর্বাদ ছিলেন। রহমানিয়্যাত রং, ধর্ম, বর্ণ সব কিছুর উর্ধ্বে থেকে প্রকাশ হয় এটাই রহমানিয়্যতের দাবি। এক কথায় আপনি ক্রমাগত ভাবে কুরআন পড়তে থাকুন, তাতে সকল প্রকারের দিক-নির্দেনা এবং পথনির্দেশনা আপনি দেখতে পাবেন। আজকাল অমুসলিম বা যে সমস্ত আপত্তিকারীর মুসলমানদের অপকর্ম দেখে মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের উপর যে আপত্তি করে এমন সকল আপত্তিকারীর আপত্তি খন্ডন করে। তারা বলে যে, এ রাসূল জীবন বা প্রাণ সঞ্চারী রাসূল, এটিই কি সেই জীবন বা ধর্ম যা দেয়ার জন্য তোমাদের রাসূল এসেছে? নবীরা নিঃসন্দেহে জীবন বা প্রাণ সঞ্চার করেন। কিন্তু মুসলমানদের কর্ম মৃত এবং কার্যত এরা মানব জীবনের অবসান ঘটানোর কাজই এরা করছে। নিরীহ নিষ্পাপ ও বিধবাদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে আর অনেক সময়

মানুষ প্রশ্ন করে থাকে আর আহমদীদেরও জিজ্ঞেস করে থাকে তখন আমি এটিই বলি তোমাদের এই আপত্তির উত্তর স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রসুল (সা.) আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইসলামের সূচনাতেই দিয়ে গেছেন। কুরআনের সূরা জুমআর আয়াত হুয়াল্লাজি বায়াসা ফিল উম্মিয়্যিনা রাসুলাম মিনহুম ইয়াতলু আলায়হিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউয়াল্লিহিমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা। ওয়া ইনকানু মিন কাবলু ফি দালালিল মুবিন। ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম। ওয়া হুয়াল আযিযুল হাকীম। অর্থাৎ তিনিই উম্মীদের মাঝে তাদেরই মধ্যে থেকে এক মহান রসুল প্রেরন করেছেন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করেন, তাদের পবিত্র করেন, তাদের কিতাব এবং প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে ছিল। আর এদেরই দ্বিতীয় জামাতের প্রতি তাঁকে প্রেরন করেছেন যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি মহা পরাক্ষমশালী এবং প্রজ্ঞাময়।

অতএব এটি সেই অজ্ঞতা এবং ভ্রষ্ঠতা যা এখন মুসলমানদের কর্মে প্রকাশ পাচ্ছে। যা মহানবী (সা.) এর যুগে বিদ্যমান ছিল। আর এটি দূরীভূত করার জন্য আর প্রকৃত প্রাণ উদ্দীপক প্রাণ সঞ্চারী বাণী প্রচারের জন্য আল্লাহ তালা মহানবী (সা.)কে পাঠিয়েছেন। আর এই প্রাণ সঞ্চারী বাণী যা মহানবী (সা.) পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন তা প্রসার এবং প্রচারের জন্য আল্লাহ তালা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)কে প্রেরন করেছেন। আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়াত করার পর আহমদীয়া জামাত এই বাণী প্রচার করছে। আর এটি প্রচার করা তাদের দায়িত্ব। একই ভাবে মহানবী (সা.) এটিও স্পষ্ট করেছেন এই অবস্থা সম্পর্কে এই লোকদের সম্পর্কে, এইসব আলেমদের সম্পর্কে আজকাল এরা যে কাজ করছে এ সম্পর্কে যে আকাশের নিচে এরা নিকৃষ্টতম জীব। যারা আলেম সাজে তারা অশান্তি এবং নৈরাজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং উৎসস্থল। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে মসীহ মাওউদ নাযেল হবেন। অবতরন করবেন যিনি প্রাণ সঞ্চারী এক মহা পুরুষ। আমরা জানি আর আমরা দেখি যে তিনি দাবী করেছেন তিনি প্রাণ সঞ্চারের জন্য এসেছেন। এবং তাঁর মান্যকারীরা সে জীবন লাভ করেছেন। তাই এই যে আপত্তি ইনি কি প্রাণ সঞ্চারী রসুল? এই আপত্তি খন্ডিত হয়। কেননা তিনি এবং আল্লাহ পূর্বেই বলেছেন এই অবস্থা মাথা চাড়া দিবে, এই বাণী অবশ্যই প্রাণ সঞ্চারী প্রাণ উদ্দীপক এবং এই রসুল প্রাণ সঞ্চারী। এবং

কিয়ামত পর্যন্ত তারঁ এই বৈশিষ্ট্য বিরাজমান থাকবে। কিন্তু এর উপর আমলকারী এবং এর অনুসারী থাকবে না এমন অবস্থায় আল্লাহ তালা তাঁর পূর্ণ অনুসরণ এবং আনুগত্যে মসীহ মাওউদকে প্রেরন করবেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম আয়াতের অর্থ হলো চরম ভ্রষ্ঠতার পর হেদায়ত এবং প্রজ্ঞা লাভ কারী আর মহানবী (সা.)এর মোযেযা এবং তারঁ কল্যাণরাজিতে ধন্য শুধূ দুটো জামাত হবে । প্রথম জামত হলো মহানবী (সা.)এর সাহাবীদের জামাত। যারা মহানবী (সা.)এর আগমনের পূর্বে ভয়াবহ অন্ধকারে নিমোজ্জিত ছিল। এর পর আল্লাহ তালার কৃপায় তারা মহানবী (সা.) এর যুগ পেয়েছেন। নিদর্শনাবলী সচক্ষে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। আর সচক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছেন। আর বিশ্বাস তাদের মাঝে এমন এক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে যেন তাদের এক আত্মাই তাদের বাকি ছিল। দ্বিতীয় দল উল্লেখিত আয়াত অনুসারে সাহাবীদের মত। তারা হলো মসীহ মাওউদের জামাত। কেননা এ জামাতও মহানবী (সা.) এর সাহাবীদের মত। মহানবী (সা.) সাহাবাদের মত নিদর্শনাবলী দেখবে আর অন্ধাকার ও ভ্রষ্ঠতার অবসানে তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হবে। আর আয়াত ওয়া আখারিনা মিনহুম এর মিনহুম অথার্ৎ সাহাবাদের মত হওয়ার সম্মান তাদেরকে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত বা ইশারা সাহাবারা যেভাবে মোযেয বা নিদর্শনাবলী দেখেছেন, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছেন একই ভাবে তারাও তা প্রত্যক্ষ করবেন। আর মধ্যবর্তী যুগ এই নিয়ামত থেকে পুরোপুরি অংশ পাবে না। আর আজকাল এমনই ঘটেছে। তেরশ বছরের যুগের অবসানে পুনরায় মহানবী (সা.) এর নিদর্শনাবলীর দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। আর মানুষ সচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছে।

এরপর তিনি বলেন, প্লেগের বিস্তার, হজ্ব থেকে বিরত রাখা, সবাই নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছে। আরবে রেল লাইন বসানো, উষ্ট্রী বেকার হওয়া এসবই মহানবী (সা.)এর নিদর্শনাবলী ছিল যা এ যুগে সেভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যেভাবে সাহাবা (রা) দেখেছেন। সে কারণেই আল্লাহ তালা এই দ্বিতীয় জামাততে মিনহুম বলে অভিহিত করেছেন। এদিকেই ইশারা নিদর্শনাবলী দেখার ক্ষেত্রে তারাও সাহাবাদের সাথে সাদৃশ্য রাখেন। চিন্তা করে দেখ, তেরশ বছর ধরে নবুওয়তের পদ্ধতির এমন যুগ আর কে পেয়েছে? এ যুগে যে যুগে আমাদের

জামাত সৃষ্টি করা হয়েছে বেশ কয়েক দিক থেকে সাহাবাদের জামাতের সাথে এ জামাত সাদৃশ্য রাখে । তারা নিদর্শনাবলী দেখে, যেভাবে সাহবারা দেখেছেন । তারা আল্লাহ তালার নিদর্শনাবলী এবং নিত্য নতুন নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে জ্যোতি এবং বিশ্বাস লাভ করেন যেভাবে সাহাবারা পেয়েছেন। তারা আল্লাহ তালার পথে হাসি ঠাট্টা, অভিসাপ বিভিন্ন প্রকার পীড়া দায়ক কথা, এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কষ্ট সহ্য করছেন যেভাবে সাহাবারা সহ্য করেছেন। তারা আল্লাহ তালার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী এবং ঐশী সাহায্য ও সমর্থন এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে পবিত্র জীবন লাভ করে চলেছেন যেভাবে সাহাবারা লাভ করেছেন। তাদের অনেকে এমন আছেন যারা নামাযে ক্রন্দন করেন, সেজদাগাহকে অশ্রুসিক্ত করেন, যেভাবে সাহাবা রেজওয়ানল্লাহে আলাইহিম আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অশ্রু বিসর্জন দিতেন। তাই হযরত মসীহে মাওউদ আ. এর এই দাবী যে আমি পৃথিবীকে জীবিত করার জন্য এসেছি, অতি মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। আর হচ্ছে। মহানবী সা. এর অনুষরণে এবং অনুকরণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীকে প্রান শক্তিতে সঞ্জিবিত করছেন। আল্লাহ্ তা'লার বানী এখন কেবল মাত্র তাঁর মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব, এছাড়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লার কুরআনের তত্ত্ব এবং তথ্য তুলে ধরা তাঁরই কাজ। মানুষ এখন কেবল আধ্যাত্মিক জীবন তার মাধ্যমেই লাভ করছে আর তাঁর মাধ্যমেই লাভ হওয়া সম্ভব। ১৪০০ বছর পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর পূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁর ভালোবাসায় বিলীন হয়ে পূর্ণ ব্যবহারিক চিত্র এবং আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন। অতএব কর্ম এবং চরিত্রের মাধ্যমে সঞ্জিবিত করার যে কল্যানধারা তা আজও অব্যহত আছে। তাই ইসলামের শিক্ষা এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শে কোন প্রকারের ত্রুটি নেই কোন ঘাটতি নেই। বরং পূর্ণ এবং কামেল শিক্ষা। যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তা সেসকল আলেম এবং মানুষের মাঝে রয়েছে যারা ভ্রান্ত পথে মানুষকে পরিচালিত করে এবং এই সাধারণ মানুষ অন্যায় ভাবে আলেমদের অনুকরণ করে। নবীরা যদি প্রাণ সঞ্চার না করতেন, তাদের কথা যদি প্রাণ সঞ্চারী না হয় যা সব নবী দাবি করেছেন তাহলে আল্লাহ্র সত্ত্বাতেই তো আর বিশ্বাস থাকে না। সেই সকল মৃত ধর্ম যা শুধু দাবী করে এখন তাদের মাঝে প্রাণ সঞ্চারী আর কোন বৈশিষ্ঠ নেই। সে সকল ধর্ম মানুষ এ কারণেই ছেড়ে দিচ্ছে, সে সকল ধর্মের সাথে তাদের প্রথাগত সম্পৃক্ততাতো

রয়েছে কিন্তু ঈমানগত সম্পৃক্ততা নেই। মুসলমানদের প্রতি খোদা তা'লার এটি অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি এ যুগেও স্বীয় রসুল পাঠিয়ে, স্বীয় শিক্ষাকে সঞ্জিবিত করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন যেন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন অর্জনের ধারা অব্যহত থাকে। একটি কথা এখানে সরণ রাখা দরকার আল্লাহর মামুরদের মান্যকারী ব্যক্তিদেরকে কখনো কষ্ট লাভ করতে হয়। মামুরের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কষ্ট করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কেননা তারা জানে তাদের কুরবানী বৃথা যাবে না। তারা কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। একারণে তারা বাহ্যিক জীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য জলাঞ্জলী দেন। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) এর যুগেও এমন অনেক মানুষ ছিলেন যারা নিজেদের পরিবার পরিযন আত্মীয় স্বজন ধণ-সম্পদ কুরবানী করেছেন। আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদ প্রায়ই কুরবানী দিতে হয় কখনো জীবনের নযরানাও পেশ করতে হয়, কখনো কখনো এমনও হয়েছে সব কিছু ত্যাগ করেছেন। তারপরও আধ্যাত্মিক জীবনের উপর মৃত্যু আসতে দেননি। তারা আবেগের কুরবানী করেছেন আর্থিক কুরবানী করেছেন এবং জীবন পর্যন্ত কুরবানী দিয়েছেন। কিছু এমনও আছে যারা এমনটি করার পর বিপদাবলীর সম্মুখিন হন তবুও তারা ভ্রুক্ষেপ করেন না। আধ্যাত্মিক জীবনকে তারা বাহ্যিক জীবনের উপর প্রাধান্য দেন। হুসামউদ্দীন সাহেব নামক একজন আরব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবার আমাদের আকরামা সাহেবকে উদ্দেশ্য করে একটি বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন। আমি কিছুদিন পূর্বে বয়াত করেছি কিন্তু এখন কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়েছি। আকরামা সাহেব তাকে বলেন যে পরিস্থিতি কি? তিনি বলেন, আমি এবং আমার স্ত্রী তবলিগি জামাতের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। বিভিন্ন তবলিগি অনুষ্ঠানে যেতাম। কিন্তু মসিহ মাওউদ (আ.) এর বাণীকে আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে। তারা আমার বিরুদ্ধে আমার পরিবার পরিজনকে উত্তেজিত করতে থাকে। মৌলভীদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়। আমার স্ত্রী আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া আনায়। যার ফলশ্রুতিতে মৌলবীদের কারণে আমাদের বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এরপর আমার পরিবার-পরিজনরা আমার বিরুদ্ধে কঠোর বিরোধিতা সৃষ্টি করে। আমি কারো কথার ভ্রুক্ষেপ করিনি। সেই স্ত্রীর ঔরষে আমার চার সন্তানাদিও রয়েছে। তারপরও সবাইকে ছেড়ে আমি এখন আহমদীয়াতের মাঝে অনেক আনন্দে রয়েছি।আমার ইমান আরো দৃঢ় হয়েছে। মহানবী (সা.) এর উক্তি

আমি এখন বুঝতে পারি আর তা হলো, ইসলাম স্বদেশ বিতাড়িত অবস্থায় শুরু হয়েছে অবশেষে পুনরায় সে প্রবাসি হয়ে যাবে। অতএব এই স্বদেশ বিতাড়িতদের জন্য মোবারকবাদ। আল্লাহ তালা নিজে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন আমার তত্তাবধায়ন করেছেন। আল্লাহ তালা যেন কখনো আমাকে পদস্খলন না করান।ইনশাল্লাহ আমি এমন নই যার পদস্খলন হতে পারে। এখন তানজানিয়ার একটি ঘটনা বলব যা পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ। এখানে সাংঘারিজিয়ন নামে একটি জায়গা রয়েছে। যেখানে কয়েকবার তবলিগি অনুষ্ঠান করার সুযোগ হয়েছে। বেশ কয়েক স্থানে নতুন নতুন বয়াতের সংবাদ আসে। একটা গ্রামের নাম সাংঘামিলে । সেখানে অ-আহমদীদের একটি মসজিদ রয়েছে। আর মুসলমানদের মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগ লোক আহমদী হয়েগেছে। তান্জানিয়ায় অ-আহমদীদের একটি সংগঠন রয়েছে যার নাম হলো বাকওয়াটা।সে বাকওয়াটা দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আহমদীদেরকে কষ্ট দেয়া শুরু করে।

বিভিন্ন অপবাদ তাদের উপর আরোপ করে যেমন, এরা আমাদের মসজিদে আগুন লাগাতে এসেছে, এরা নতুন করে মসজিদ বানাচ্ছে, নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। এসমস্ত অপবাদ আহমদীদের বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছে। আল্লাহ তালা তাদের ওপর ফযল করেছেন। তারা সবাই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠত রয়েছেন। অনেক কষ্টের শিকার হয়েছেন তারপরও কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি। একটি তৃপ্তি দৃষ্টান্তের উপস্থাপন করছি। এটি পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ বুরকিনাফাসুর সাথে সম্পর্ক যুক্ত। এখানকার লোকেরা ফ্র্যাঞ্চ ভাষার সাথে জরিত। মিনযারবো একটি জায়গা আছে। যেখানে গত বছর পাঁচশত বয়াত হয়েছে। গ্রাম্য প্রধান বা প্রধান ইমাম বয়াত গ্রহণ করে। তাদের আত্মীয়-স্বজন যারা পাশের গ্রামে ছিল তারা বিরোধিতা আরম্ভ করে সামাজিক বয়কট করে সালাম করা মিলামিশা লেনদেন সবই বন্ধ করে দেয়। সে এলাকায় একটি ছোট গ্রাম রয়েছে যেখানে আহমদীরা নামায পড়ত নামাযের ওপর বিধি নিষেধ আরোপিত হয় আর যুলুম এবং নির্যাতন বাড়তে থাকে । কিন্তু তা সত্তেও তারা পরওয়া করেনি। এরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ বাহ্যত অশিক্ষিত অক্ষায়িত হয়। তারা নিজেদের ঈমানের হেফাযত করেছেন, ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তো এমন বিরোধিতার সাবাইকে সম্মুখিন হতে হয়।

যেভাবে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আর মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য মহান ত্যাগ স্বিকার করতে হয়। তাই স্থায়ী আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য কুরবানী বা ত্যাগ স্বিকার করতে হয় এটি জীবনের আবশ্যকীয় অঙ্গ। কিন্তু আল্লাহ তালা অনেক সময় সকল কুরবানীর জন্য যারা প্রস্তুত থাকে তাদেরকে কুরবানী ছাড়াও এত দানে ভূষিত করেন যে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। মানুষ যদি অনেক সময় আল্লাহর গুনাবলী বা ঐশী গুনাবলী নিজের সাধ্য অনুসারে ধারণ করে সামান্য কোন আদর্শ দেখানোর চেষ্টা করে সেই আদর্শের মাধ্যমে অন্যদের ধন্য করতে পারে । তাহলে আল্লাহ তালা যিনি পরম দয়ালু যিনি মানুষের শুধু নিয়তেরও অশেষ ফল দিয়ে থাকেন তার দানের তো বা তার কৃপারাজিতে ধন্য করার কোন সীমা নাই। মানুষের ত্যাগ মানুষের কুরবানী এবং খোদা তালার নেয়ামতের একটা জাগতিক দৃষ্টান্ত আমরা উপস্থাপন করে থাকি। অনেকে শুনে থাকবেন ইরানের এক বাদশাহ ছিল। বলা হয় নিজ মন্ত্রীর সাথে তিনি কোন কৃষকের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন যে একটা বৃক্ষ রোপন করছিল। বয়সের দিক থেকে সে জীবনের এমন এক প্রান্তে পৌঁছে গেছে যেখানে যে পর্যায়ে সেই গাছের ফল কোন ভাবে তার ভোগ করা সুযোগ আছে বলে মনে হত না। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন এই বৃক্ষ রোপনে তোমার কি লাভ? সে উত্তর দিল পূর্ববর্তীরা বৃক্ষ রোপন করেছে বা ত্যাগ স্বিকার করেছে যার ফল আমরা খাচ্ছি। আর আমরা যা রোপন করব তা পরবর্তী প্রজন্ম খাবে। বাদশাহর এই রীতি ছিল কোন কথা ভালো লাগলে আনন্দিত হয়ে বলত "ঝেহ্" এর মাঝে মন্ত্রীর জন্য ইশারা থাকত যে একে পুরুস্কৃত কর। কৃষকের এই কথা শুনে বাদশাহ আনন্দিত হয় এবং ঝেহ বলে কৃষককে আশরাফির একটি থলে পুরুস্কার দেয়। এই থলি হাতে নিয়ে কৃষক বলল যে এই বৃক্ষ রোপন করেই আমাকে ফলে ধন্য করেছে। কৃষক তখন আরো বলল যে আপনি কথায় বললেন যে এই বৃক্ষ রোপন করে লাভ নেই আমি তো দেখছি যে আমার এখনই ফল দেয়া আরম্ভ করেছে। একথা শুনে রাজা আনন্দিত হয় এবং মন্ত্রী তাকে আশরাফির আরো একটি থলি উপহার দেয়। সে বলে যে বৃক্ষ বেশ কয়েক বছরে ফল দেয়ার যোগ্য হয়। বছরে একবারই ফল দেয় কিন্তু আমার বৃক্ষ রোপন করতেই দু'বার ফল দিয়েছে। তখন বাদশাহ পুনরায় ঝেহ্ বলে আর মন্ত্রীকে বলে চল এখান থেকে নতুবা আমার পুরো ভান্ডার খালি হয়ে যাবে। এই হলো ইহজাগতিক বাদশাহদের অবস্থা যেখানে তারা পুরস্কৃত করে বা পুরুস্কার দেয় সেখানে ধন

ভান্ডার খালি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু আমাদের খোদা সেই পুরুস্কার দেন এবং পুরুস্কার দেয়া অব্যাহত রাখেন আর এই পুরুস্কারের ধারা কখনো বন্ধ হয় না। আর আধ্যাত্মিক জীবনে কাউকে ধন্য করার পর চিরস্থায়ী জীবনে তাকে ধন্য করেন। পারলৌকিক জীবনেও তিনি পুরুস্কার দেয়া অব্যাহত রাখেন। পুরুস্কারের মাত্রা বাড়াতে থাকেন.

যেভাবে খ্রীষ্টানেরা পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে নিজেদের ঈমানের হেফাযত করেছেন, নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনকে রক্ষার জন্য পাথরের পেছনে আশ্রয় নিয়েছেন, এজন্য যে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, একদিন তারা স্বাধীনতা লাভ করবেন। অনুরূপভাবে আজ মোহাম্মদী মসীহ্‌র দাঁসদের তাদের চেয়ে বেশী বিশ্বাস রয়েছে যে, ইনশাল্লাহ্‌ বিজয় আমরা অবশ্যই লাভ করব। তাই সমস্যার এই যুগে আমাদেরকে আমাদের ঈমানের হেফাযত করে যেতে হবে, ঈমানকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। যে জীবনসুধা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের পান করিয়েছেন তা থেকে আমাদের অব্যাহতভাবে কল্যাণমন্ডিত হতে হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজের বিজয়ের কথা বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন- হে সমগ্র মানব মন্ডলী! শুনে রাখ এটি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর এই জামাতকে পৃথিবীর সকল দেশে বিস্তৃত করবেন। আর আল্লাহ তা'লার ফযলে এই জামাত বিস্তার লাভ করছে। যুক্তি এবং প্রমাণের নিরিখে সবার ওপর এটিকে জয়যুক্ত করবেন। সেইদিন আসছে বরং সন্নিকটে যখন পৃথিবীতে এটিই একমাত্র ধর্ম হবে যাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হবে। আল্লাহ তা'লা এই ধর্ম এবং জামাতে অসাধারণ এবং অলৌকিক কল্যাণ রেখে দেবেন। প্রত্যেক সেই ব্যাক্তি যে এই জামাতকে নিশ্চিহ করার দুরভিসন্ধি রাখবে তাকে তিনি ব্যর্থ করবেন। এই বিজয় চিরস্থায়ী হবে যতক্ষন কেয়ামত না আসে। যদি আপনারা আমাকে ঠাট্টা করেন তাহলে এই ঠাট্টায় আমার ক্ষতি কি? এমন কোন নবী নেই যাকে ঠাট্টা করা হয়নি। তাই মসীহ মাওউদকেও হাসি ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করা অবধারিত ছিল। যেভাবে আল্লাহ তা'লা বলেন, **"ইয়া হাসরাতান আলাল ঈবাদ মা ইয়াতিহিম মির রাসূলিন ইল্লা কানূ বিহী ইয়াসতাহযিঊন"**। অতএব আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে এটি হলো

নিদর্শন যে সকল নবীর সাথে ঠাট্টা করা হয়। কিন্তু এমন মানুষ যে সবার চোখের সামনে আকাশ থেকে নাযেল হয়, যেভাবে অ-আহমদীদের বিশ্বাস রয়েছে, হযরত ঈসা সম্পর্কে এই বিশ্বাস, তো এমন মানুষ যে সবার চোখের সামনে আকাশ থেকে নাযেল হয় আর ফেরেশতাও তার সাথে আসে এমন ব্যাক্তিকে কে ঠাট্টা করতে পারে? এই যুক্তির মাধ্যমে বিবেকবান বুঝতে পারে যে মসীহ মাওউদের আকাশ থেকে অবতরন একটা মিথ্যা ধারণা। স্মরণ রেখ যে, কেউ আকাশ থেকে আসবে না। আমাদের সকল বিরোধী যারা এখন জীবিত আছে তাদের সবাই মরবে। তাদের কেউ ঈসা ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতরন করতে দেখবে না। এরপর তাদের সন্তান সন্ততি যারা বাকি থাকবে তারাও মরবে, তাদের কেউ ঈসা ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখবে না। এরপর তাদের সন্তানদের সন্তানরা মরবে তাদেরও কেউ ঈসা ইবনে মরিয়মকে আকাশ থেকে অবতরন করতে দেখবে না। তখন খোদা তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করবেন যে, ক্রুশে বিজয়ের যুগও কেটে গেছে, পৃথিবীর ভিন্ন রূপ এখন প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা এখনও আকাশ থেকে অবতরন করে নি। তখন বুদ্ধিমানরা এই বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করবেন। আর আজ থেকে তৃতীয় শতাব্দি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঈসার জন্য অপেক্ষমান ব্যাক্তি, খ্রীষ্টান হোক বা মুসলমান, সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে, এই বিশ্বাসের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে। আর পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে, একজনই নেতা হবেন। আমি একটা বীজ বপন করতে এসেছি। আর আমার হাতে সেই বীজ বপিত হয়েছে। এই বীজ এখন অঙ্কুরিত হবে এবং তা এক মহীরূপে পরিণত হবে এবং ফুল ও ফল দেবে। কেউ এটিকে বাঁধাগ্রস্থ করতে পারবে না।

তো এইভাবে আল্লাহ তা'লা নতুন নতুন পথ উন্মোচন করছেন। মানুষের হৃদয়ে নিজেই এই কথা সঞ্চার করছেন যে, আমাদের ভাবা উচিৎ। আমরা সর্বদা এই ফুল এবং ফলবাহী বৃক্ষের সাথে সম্পৃক্ত হব। আর আমদের ঈমান সুদৃঢ় পাথরের মতো সুদৃঢ় হবে এটি আল্লাহ তা'লার কাছে আমার দোয়া। আর আমরা যেন সব সময় আমাদের নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে পারি।